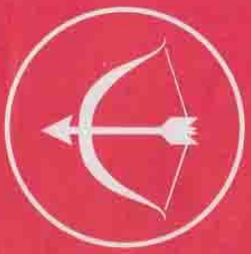

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট

(ইউপিডিএফ)

এর

প্রাথমিক ঘোষণা

গঠনতন্ত্র

কর্মসূচী

দাবিনামা

পাঁচটি সাংগঠনিক নীতিমালা

সূচিপত্র

ভূমিকা ৩
প্রাথমিক ঘোষণা ৪
গঠনতন্ত্র ৯
কর্মসূচী ১৯
দাবিনামা ২৫
পাঁচটি সাংগঠনিক নীতি ৩২

ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে অগ্রসর পার্টি ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) পাঁচটি মৌলিক দলিল (প্রাথমিক ঘোষণা, গঠনতন্ত্র, কর্মসূচী, দাবিনামা ও পাঁচটি সাংগঠনিক নীতি) প্রকাশ করা হল।

১৯৯৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর গঠিত হওয়ার পর পার্টির ওপর সরকার ও আপোষকামী জাতীয় বেঈমান প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠির প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হয়। বলতে গেলে এ নতুন পার্টিকে অঙ্কুরে বিনাশ করে দিতে সকল প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নিজেদের মধ্যে এক 'পবিত্র ঐক্য' গঠন করে। পার্টির নেতা, কর্মি ও সমর্থকদের খুন, অপহরণ, গুম, গ্রেফতার ও নির্যাতন চলতে থাকে প্রতিনিয়ত। পার্টি নেতৃত্বকে প্রধানত এই আক্রমণ মোকাবিলা করতেই বিপুল সময়, মেধা ও শক্তি ব্যয় করতে হয়। এতে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক দলিল প্রণয়নের কাজ বার বার বাধা প্রাপ্ত হয়।

২৬ - ২৮ নভেম্বর ২০০৬ তিন দিন ধরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পার্টির ১ম জাতীয় কংগ্রেসে পার্টির গঠনতন্ত্র, কর্মসূচী ও দাবিনামাসহ অন্যান্য দলিলপত্র প্রণীত ও অনুমোদিত হওয়ায় ইউপিডিএফ সকল বিবেচনায় একটি পরিপূর্ণ পার্টির রূপ লাভ করেছে। পার্টি হিসেবে ইউপিডিএফ এর বিশেষত্ব হলো তার বাস্তব সংগ্রামের জীবন্ত অভিজ্ঞতা। বস্তুত এই পার্টির গঠন ও বিকাশ হয়েছে এক বেদনাদায়ক কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে আর কোন পার্টিকে এ ধরনের ঝঞ্ঝাবহুল পথ বেয়ে অগ্রসর হতে হয়নি। বিগত আট বছরের আন্দোলনে ইউপিডিএফ বহুমুখী ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

পার্টির কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ হতে প্রকাশিত এই পাঁচটি দলিল হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াই সংগ্রামের ফসল এবং অভিজ্ঞতার প্রাথমিক সারসংকলন। ইতিপূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন কালপর্বে আন্দোলন সংগঠিত হলেও তার তাত্ত্বিক সূত্রাবদ্ধ দলিল রচিত হয়নি। ইউপিডিএফ-এর সংকলিত এ সব দলিলের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে আরো পরিমার্জিত পরিশীলিতরূপে দাবিনামা সূত্রাবদ্ধ ও কর্মসূচী প্রণয়ন সহায়ক হবে বলে আমাদের পার্টি মনে করে। একটি কংগ্রেসের মাধ্যমেই একটি পার্টি একটা জাতির সব সমস্যার সমাধান সূত্র দিয়ে যেতে পারে না। ইউপিডিএফ'এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। জাতির বিকাশের মতো একটি পার্টির বিকাশও প্রজন্ম ধরে চলতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সূচিত আন্দোলনেও আমাদের এ কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। প্রতিটি প্রজন্মকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেদের করণীয় ও সঠিক পথ নির্দেশ খুঁজে বের করতে হয়। অধিকারহারা লাঞ্ছিত জাতিকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই অতীতের আন্দোলনের ভুল ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে হবে।

কেন্দ্রীয় দলিল প্রণয়ন কমিটি
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)
৪ ডিসেম্বর ২০০৬

প্রাথমিক ঘোষণা
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট
(ইউপিডিএফ)

পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের এক অবহেলিত, দমন পীড়নে নিষ্পেষিত অশান্ত ভূ-খন্ডের নাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস যুগপৎ একদিকে নিপীড়ন-নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চনা আর অন্যদিকে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবন পদ্ধতি দেশের অপরাপর অঞ্চল হতে ভিন্ন ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

সুদূর অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ছিলেন বহিঃশক্তির প্রভাবমুক্ত স্বাধীন। তখনকার যুগের পরাক্রমশালী শাসকদের মাঝে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল Buffer State -এর মতো। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শক্তি কালক্রমে সারা ভারতবর্ষ গ্রাস করতে সক্ষম হলে, তাদের পরবর্তী টার্গেট হয় সীমান্তবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপনিবেশিক থাবা বিস্তার করতে চাইলে ব্রিটিশদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের দীর্ঘকাল সংঘর্ষ চলে। মুঘল শাসনামলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখে।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক ছলাকলার কাছে এক পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ হেরে যান। ব্রিটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে Excluded Area (বহির্ভূত এলাকা) হিসেবে মর্যাদা দেয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ শাসনবিধি 1900 Act (Hill Tracts Manual) প্রণয়ন করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম "বিশেষ অঞ্চল" হিসেবে 1900 Act অনুযায়ী আলাদাভাবে শাসিত হতো।

আন্দোলনের চাপের ফলে পরাক্রান্ত ব্রিটিশ উপনিবেশিক শক্তি অবশেষে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। '৪৭ সালের ভারত শাসন আইনের অনেক অনিয়ম ঘটে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পর পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পার্বত্য চট্টগ্রামের "বিশেষ মর্যাদা"

অক্ষুন্ন রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। '৫৬ সালে প্রণীত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে 1900 Act অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটা "পৃথক শাসিত অঞ্চল" হিসেবে রাখা হয়। '৬২ সালে দ্বিতীয় বার সংবিধান রচিত হলে তখন "পৃথক শাসিত অঞ্চল" শব্দের পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামকে "উপজাতীয় অঞ্চল" হিসেবে দেখানো হয়। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি সুকৌশলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মর্যাদা ও অধিকার ক্ষুন্ন করে জনগণের উপর জোর জবরদস্তি চালায়। পাকিস্তানের সিকি শতাব্দী কালের শাসন ছিলো অসহনীয়।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠির নিপীড়ন-নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির যে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাংলার জনগণ পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, দেশ স্বাধীন হয়ে জনগণের সে আশা পূরণ হয়নি। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলার জনগণ পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির সরাসরি নির্যাতন ও শোষণ হতে মুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে জনগণের পরিপূর্ণ মুক্তি বা বিজয় অর্জিত হয়নি। পাকিস্তানী শাসক-শোষক গোষ্ঠির জায়গায় বাঙালি জনগণের মধ্য হতে উঠতি ধনিক, বণিক ও আমলা গোষ্ঠি দেশের শাসন ক্ষমতা কব্জা করে ফেলে। এই নব্য শাসকগোষ্ঠি সাধারণ জনগণের উপর আগের মতোই একটু ভিন্ন কায়দায় শোষণ নিপীড়ন শুরু করে। স্বাভাবিকভাবে দেশ স্বাধীন হয়েও, সাধারণ জনগণের ভাগ্যের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

অন্যদিকে, দেশের এক প্রান্তে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অবস্থা আরো করুণ, আরো মর্মান্তিক। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির মতোই দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নব্য শাসকগোষ্ঠি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সাথে বৈরী আচরণ করতে থাকে। পাকিস্তানের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের যতটুকু অধিকার ও মর্যাদা রক্ষিত ছিলো, দেশ স্বাধীন হয়ে তাও খর্ব করা হয়। স্বাধীন দেশের সংবিধান রচনার সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতি পর্যন্ত দেয়া হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে চালানো হয় অত্যাচার উৎপীড়নের স্টীম রোলার। বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করে নিজ বাসভূমে

সংখ্যালঘুতে পরিণত করার সব ধরনের ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়।

ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে উঠে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেশ কিছু সংগঠনের আবির্ভাবও ঘটে। আন্দোলন সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় এক পর্যায়ে অনেক সংগঠন বিলীন হয়ে যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে দীর্ঘ দু'যুগের মতো নিয়মতান্ত্রিক ও অনিয়মতান্ত্রিক পথে লড়াই সংগ্রাম করে। প্রথমদিকে জনসংহতি সমিতি বেশ প্রভাব বিস্তার করতেও সক্ষম হয়।

সাম্প্রতিক কালে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাথে "চুক্তি" (২ ডিসেম্বর '৯৭) ও আত্মসমর্পণের (১০ ফেব্রুয়ারি '৯৮) মধ্য দিয়ে জনসংহতি সমিতি রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়েছে। এই সমিতির কতিপয় নেতা জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের সুবিধাবাদী রাজনীতির নর্দমায় পতিত হয়েছে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের চাইতে ক্ষমতাসীন দলের অনুকম্পা লাভ করে ব্যক্তিগতভাবে আখের গোছানোই হচ্ছে জনসংহতি সমিতির কতিপয় নেতার উদ্দেশ্য।

জনগণের আশা আকঙ্ক্ষার বিপরীতে কোন চুক্তি বা সমঝোতা অতীতে সুফল দেয়নি। ষড়যন্ত্রমূলক কোন ব্যবস্থাও কার্যকর হয়নি। জনসংহতি সমিতির প্রীতি গ্রুপের সাথে '৮৫ সালে চুক্তি ও আত্মসমর্পণ এবং '৮৯ -এ সরকারের মনোনীত ব্যক্তিদের সাথে সমঝোতা ও জেলা পরিষদ ব্যবস্থা এর জাজ্বল্য উদাহরণ। "চুক্তি" ও "আত্মসমর্পণের" মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে জনসংহতি সমিতির যবনিকাপাত ঘটেছে। সময়ের দাবিতে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি দলের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, যে দল এই অঞ্চলের বিশেষ রাজনৈতিক ইস্যুগুলো প্রাধান্য দিয়ে কার্যক্রম চালাবে।

কেন এই নতুন পার্টি?

পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্ভাগা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সত্যিকারভাবে

জনপ্রতিনিধিত্বশীল অপর কোন পার্টি বা দলের অস্তিত্ব পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকলে, আমাদের নতুন করে আর কোন পার্টি গঠনের প্রয়োজন হতো না। '৮৯ -এর ছাত্র জাগরণের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা গণতান্ত্রিক শক্তি পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন জনস্বার্থের প্রতিনিধিত্বশীল পার্টিতে যুক্ত হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যৌক্তিক ভূমিকা পালন করতো।

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে সে ধরনের কোন পার্টির অস্তিত্ব নেই। জনসংহতি সমিতি এতদিন যাবৎ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে আন্দোলন সংগ্রাম করলেও, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে চুক্তি ও আত্মসমর্পণ করে পুরোদস্তর রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়েছে। কালের আবর্তে জনসংহতি সমিতিও এ দেশের মুসলিম লীগের মতো বিলীন হয়ে যাবে, তা কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এ যাবৎকালে শাসকগোষ্ঠির পরিচালিত দমন-পীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে প্রগতিশীল বাম গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সহানুভূতিমূলক বিবৃতি ছাড়া সারা দেশে উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ সংঘটিত হয়নি। নির্যাতিত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সাথে সংহতিমূলক দেশব্যাপী বড় কোন কর্মসূচী পালিত হয়নি। দেশের রাজনৈতিক উত্থান পতনে ও ক্ষমতা পালা বদলের পর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বরাবরই উপেক্ষিত থেকেছে। নব্বইয়ের গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবার সময় শাসকগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত দলগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুটি গুরুত্ব দেয়নি। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ছিয়ানব্বইয়ের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। নির্বাচনের ৭ ঘন্টা পূর্বে কল্পনা চাকমা অপহৃত হওয়া সত্ত্বেও চিহ্নিত অপহরণকারীর বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

পার্টির লক্ষ্য ও কাজের ধারা

আমাদের এই পার্টির লক্ষ্য হবে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন কায়েমের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাসমূহের অস্তিত্ব রক্ষা, নিপীড়ন-নির্যাতন ও শোষণমুক্ত একটা গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

জাতিগত সাম্য, নারী-পুরুষের সমতা, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনার ভিত্তিতে এই পার্টি কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

এই পার্টি দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

দেশের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলোর মতো এই পার্টি সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী, ৮ম সংশোধনী, শত্রু সম্পত্তি আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিলের দাবি জানাবে। এই পার্টি সকল ধরনের ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখবে এবং নিপীড়ন নির্যাতন বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবে।

সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের স্বীকৃতি দানের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করবে।

এই পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল অধিবাসীদের অধিকার, মর্যাদা ও স্বার্থ রক্ষা করতে সদা সচেষ্ট থাকবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনগণের বিশেষ ইস্যু প্রাধান্য দিয়ে আমাদের পার্টি কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

অনুরূপভাবে সারা দেশের নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা একটি গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলোর সাথে একযোগে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

[১৯৯৮ সালের ২৫ - ২৬ ডিসেম্বর ঢাকায় টিএসসি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত পিসিপি, পিজিপি ও এইচ.ডব্লিউ.এফ-এর পার্টি প্রস্তুতি সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।]

গঠনতন্ত্র

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট
(ইউপিডিএফ)

স্থাপিত: ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮

ধারা ০১: নাম

১৯৯৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর গঠিত এই পার্টির নাম হইবে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। সংক্ষেপে পার্টিকে ইউপিডিএফ নামে অভিহিত করা হইবে।

ধারা ০২: লক্ষ্য

পার্টির লক্ষ্য হইল শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পন্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ন্যায্য অধিকার পূর্ণস্বায়ত্তশাসন অর্জনের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে শোষণ-নিপীড়নমুক্ত প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

ধারা ০৩: পতাকা

প্রস্থে সমান তিন ভাগে বিভক্ত, উপর ও নীচ অংশ লাল, মধ্য অংশ নীল, এবং নীলের মাঝ বরাবর সাদা তারকা।

লাল	
নীল	☆
লাল	

ব্যাখ্যা:

ক. লাল ঃ শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক,

খ. নীল ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান নদী কর্ণফুলী, চেঙ্গী, মাইনি, কাচলং, ফেনী, শঙ্খ ও মাতামুহুরীর মিলিত প্রবাহ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ঐক্য সংহতি এবং সমৃদ্ধির প্রতীক

গ. সাদা তারকা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

ধারা ০৪: মনোগ্রাম

পার্টির মনোগ্রাম হইবে তীর ধনুক। ইহা পার্টির নির্বাচনী প্রতীক হিসাবেও

ব্যবহৃত হইবে।

ধারা ০৫: পার্টি সদস্য

(ক) যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা, বয়স ১৬ বৎসর বা তার উর্ধ্বে, এবং যিনি পার্টি কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদানে সম্মত আছেন, যিনি পার্টির কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন, পার্টির গঠনতন্ত্র, আদর্শ ও শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, যিনি পার্টি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং যিনি অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত নহেন, তিনি এই পার্টির সদস্য পদের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(খ) নির্ধারিত ফরম পূরণের মাধ্যমে পার্টির কমপক্ষে দুই জন সদস্য কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে নতুন সদস্য ভর্তি করা হইবে।

(গ) সকল পার্টি কমিটি - ইউনিট হইতে কেন্দ্র - নতুন সদস্য ভর্তি করিতে পারিবে।

(ঘ) ভর্তির আবেদন পত্র জমা দেওয়ার এক মাসের মধ্যে উক্ত আবেদন পত্র কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিশনে পাঠাইতে হইবে। ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তি কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। ভর্তি করা হইলে সে প্রথমে প্রার্থী সদস্য বলিয়া গণ্য হইবে। প্রার্থী সদস্যের মেয়াদকাল হইবে ১ বৎসর।

(ঙ) অন্য কোন দল হইতে উচ্চ পদস্থ কেউ পার্টিতে ভর্তি হইতে চাইলে তাহার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটি সরাসরি তাহাকে পূর্ণ সদস্যের মর্যাদা দিয়া ভর্তি করিতে পারিবে।

(চ) একবার বহিষ্কার হইবার পর কোন সদস্য পুনরায় ভর্তি হইতে পারিবে, তবে সেক্ষেত্রে যে পার্টি কমিটি তাহাকে বহিষ্কার করিয়াছে সেই পার্টি কমিটির সম্মতির প্রয়োজন হইবে।

(ছ) প্রার্থী সদস্যদের পূর্ণ সদস্যদের মতোই একই দায়িত্ব ও অধিকার থাকিবে, তবে তাহারা পার্টি কমিটিতে নির্বাচিত হইতে বা কাউকে নির্বাচিত করিতে এবং কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।

(জ) প্রার্থী সদস্যের ১ বৎসরের আবেক্ষাধীন কাল শেষ হইবার পর কমিটি যদি তাহার কাজে সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে পূর্ণ সদস্যের মর্যাদা দিবে। আর যদি সন্তুষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহার সদস্য পদ বাতিল পূর্বক কেন্দ্রীয় কমিটি

বরাবরে রিপোর্ট প্রেরণ করিবে।

ধারা ০৬: পার্টি সদস্যদের জন্য পালনীয় নিয়ম

ক. পার্টি সদস্যগণ জনগণের সবচেয়ে অগ্রগামী বাহিনী। তাহারা পার্টি ও জনগণের স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিবেন।

খ. পার্টির প্রত্যেক সদস্য নারীদের প্রতি যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শন করিবেন এবং তাহাদের সঙ্গে কখনোই অসৌজন্যমূলক আচরণ করিবেন না।

গ. পার্টি সদস্যগণ জনগণের সঙ্গে সব সময় সৌজন্যমূলক আচরণ করিবেন এবং তাহাদেরকে যথাসাধ্য সহযোগিতা প্রদানের জন্য সচেষ্ট থাকিবেন।

ঘ. পার্টির প্রত্যেক সদস্য জনগণের ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন এবং ধর্ম বিষয়ে জনগণের সঙ্গে নিজেকে বিতর্কে জড়াইবেন না।

ধারা ০৭: সদস্যপদের রেকর্ড

সকল জেলা কমিটি সদস্যপদের রেকর্ড সংরক্ষণ করিবে।

ধারা ০৮: সদস্যপদের চেক-আপ

ক. প্রত্যেক পার্টি কমিটি বৎসরান্তে সদস্যদের সদস্যপদ চেক-আপ করিবে। যদি কোন সদস্য কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ ছাড়া এক নাগাড়ে দীর্ঘ সময় ধরিয়া পার্টির কার্যক্রমে অংশগ্রহণ হইতে বিরত থাকেন তাহা হইলে উক্ত সদস্যের সদস্যপদ খারিজ করা যাইবে। এই চেক-আপের রিপোর্ট উচ্চতর কমিটির নিকট অনুলিপিসহ কেন্দ্রীয় কমিটিতে জমা দিতে হইবে।

খ. উক্ত সদস্য তাহার সদস্যপদ খারিজের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কমিটি বরাবরে আপিল করিতে পারবে।

ঘ. কোন পার্টি সদস্য পদত্যাগে ইচ্ছুক হইলে তিনি যে ইউনিটের সদস্যভুক্ত সেই শাখা বরাবরে পদত্যাগ পত্র পেশ করিবেন। উক্ত ইউনিট কমিটি তাহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া সদস্য রেজিষ্টার হইতে তাহার নাম বাদ দিবে এবং এ সম্পর্কে উচ্চতর কমিটিতে রিপোর্ট প্রদান করিবে।

ঙ. যদি পদত্যাগে ইচ্ছুক পার্টি সদস্য পার্টি শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করিয়া থাকেন সেই ক্ষেত্রে পদত্যাগ পত্র গ্রহণ না করিয়া তাহাকে সরাসরি বহিষ্কার করা যাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে তাহা উচ্চতর কমিটিতে রিপোর্ট করিতে হবে এবং উচ্চতর কমিটির অনুমোদনের পরই কেবল উক্ত সদস্যের বহিষ্কারাদেশ কার্যকর হইবে

ধারা ০৯: সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. পার্টির কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা এবং বিশ্বস্ততার সহিত ও একনিষ্ঠভাবে পার্টির সিদ্ধান্ত, নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে কাজ করা।

খ. মান সম্পন্ন রাজনৈতিক বইপত্র অধ্যয়ন করা এবং উচ্চ রাজনৈতিক ও আদর্শিক মান অর্জনের চেষ্টা করা।

গ. জনগণের সহিত আচরণে বিনয়ী ও নম্র হওয়া, অপরদিকে, জনগণের শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করা; সমাজের সবচেয়ে পশ্চাদপদ অংশের প্রতি ভালোবাসা ও দরদ লালন করা ও তাহাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করা।

ঘ. পার্টির গঠনতন্ত্র ও শৃঙ্খলা মানিয়া চলা। প্রত্যেক পার্টি সদস্যের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা।

ঙ. জনগণের সহিত মিশিয়া গিয়া আন্তরিক ও নিরলসভাবে পার্টি কার্যক্রম পরিচালনা করা। পার্টি ও পার্টি নেতৃত্ব সম্পর্কে জনগণের মতামত, সমালোচনা ইত্যাদির রিপোর্ট দেওয়া। পার্টি ও জনগণের স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া।

চ. পার্টির কাছে রাজনৈতিক মতামত গোপন না করা; পার্টির নির্দিষ্ট ফোরাম ব্যতীত অন্য কোথাও পার্টির নিজস্ব বিষয় নিয়ে আলাপ না করা এবং সমালোচনা-আত্মসমালোচনার অভ্যাস গঠন করা, ভুল করিলে তাহা অকপটে স্বীকার করা ও ভুল শুধরাইয়া লইতে আন্তরিক হওয়া।

ছ. পার্টির ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা এবং পার্টি কর্তৃক অর্পিত বিশ্বাস ভঙ্গ না করা। যে কোন বিপদ আপদে পার্টিকে রক্ষা করা।

জ. অন্য পার্টি সদস্যরা যাহাতে তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে সক্ষম হন তজ্জন্য সহায়তা করা এবং অন্য পার্টি সদস্যদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

ধারা ১০:পার্টি সদস্যের অধিকার

ক. পার্টি সদস্যদের নিম্নলিখিত অধিকার থাকিবে:

১. পার্টির কমিটিতে নির্বাচিত হইবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অথবা অন্য কাউকে নির্বাচিত করিতে ভোট প্রদান করা অথবা ভোট প্রদান হইতে বিরত থাকা।

২. পার্টির দলিলপত্র পড়া।

৩. পার্টি ফোরামে নিজের মতামত প্রদান, প্রস্তাব পেশ, আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং পার্টির নীতি, কৌশল, সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচীর সমালোচনা করা।

৪. উচ্চতর কমিটিতে রিপোর্ট প্রদান করা।

৫. পার্টি ফোরামে যে কোন পদস্থ নেতা বা সদস্যের উচিত সমালোচনা করা।

খ. পার্টির কমিটিসমূহ প্রত্যেক সদস্যের এই অধিকারসমূহ নিশ্চিত ও বলবৎ করিতে বাধ্য থাকিবে।

ধারা ১১: পার্টি শৃঙ্খলা

ক. পার্টির মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য প্রত্যেক পার্টি সদস্য সচেষ্ট থাকিবেন, কারণ পার্টি শৃঙ্খলা ব্যতীত পার্টির শক্তি, ভাবমূর্তি ও সংগ্রামী স্পৃহা বৃদ্ধি করা যায় না এবং জনগণকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না।

খ. পার্টির নীতি আদর্শ ও কর্মসূচী মানিয়া লইয়া স্বাধীন সম্মতির ভিত্তিতে পার্টি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

গ. কোন সদস্য পার্টির গঠনতন্ত্র ও সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করিলে তাহাকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করা হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে গঠনতন্ত্র মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

ঙ. শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসমূহ হইবে নিম্নরূপ:

১. সতর্কীকরণ

২. নিন্দাজ্ঞাপন ও সমালোচনা

৩. জনসমক্ষে নিন্দাজ্ঞাপন সমালোচনা

৪. পার্টির দায়িত্ব হইতে অপসারণ

৫. পার্টির সদস্যপদ হইতে সাময়িক অব্যাহতি, যাহার মেয়াদ অনধিক এক বছর

৬. বহিষ্কার।

চ. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে যতদূর সম্ভব বুঝাইয়া বলিবার নীতি প্রয়োগ করা হইবে, অর্থাৎ ভুল শোধরানোর জন্য শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী সদস্যকে অনুরোধ করা হইবে। অবশ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও উক্ত পার্টি সদস্যকে তাহার ভুল শোধরানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকিবে। তবে যেই ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে পার্টির গুরুতর ক্ষতি হইবার যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা থাকিবে, সেই ক্ষেত্রে দ্রুত ও তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

ছ. কোন পার্টি সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইলে প্রকৃত অভিযোগসমূহ ও এই সম্পর্কিত সকল প্রমাণপত্র হাজির করিতে হইবে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত পার্টি সদস্যের আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার অধিকার থাকিবে।

জ. অভিযোগ প্রমাণিত হইবার পরই কেবল কোন পার্টি সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। তবে অভিযোগ যদি গুরুতর যেমন তহবিল তছরুপ, আন্দোলন ও জাতীয় স্বাথ বিরোধী অথবা সামাজিক কেলেঙ্কারী হয়, তাহা হইলে অভিযুক্ত পার্টি সদস্য সম্পর্কে পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তাহাকে পার্টির দায়িত্ব হইতে সাময়িকভাবে অপসারণ করা যাইবে।

জ. যে কোন শাস্তিমুলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উচ্চতর কমিটিতে আপিল করা যাইবে।

ঝ. বিশেষ ও জরুরী পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করিয়া গুরুতর অপরাধের জন্য কোন পার্টি সদস্যকে বহিষ্কার করিতে পারিবে।

ধারা ১২: জন প্রতিনিধি সভায় নির্বাচিত হইলে

ক. পার্টি ও আন্দোলনের স্বার্থে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমতিক্রমে কোন পার্টি সদস্য জাতীয় সংসদসহ জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় নির্বাচিত হইলে তিনি পার্টির সিদ্ধান্ত, লাইন ও নির্দেশ মোতাবেক তাহার কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। তিনি উক্ত জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় জনগণের স্বার্থের পক্ষে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিবেন।

খ. উক্ত জনপ্রতিনিধি সভায় নির্বাচিত হওয়ার কারণে পার্টি সদস্য যে ভাতা পাইবেন তাহা তিনি পার্টি তহবিলে জমা দিবেন। পার্টি কমিটিই তাহার জন্য ন্যায়সঙ্গত ভাতা নির্ধারণ করিবে।

গ. জনপ্রতিনিধি সভায় নির্বাচিত পার্টি সদস্য পার্টি কমিটির সাথে দৈনন্দিন সম্পর্ক বজায় রাখিবেন ও পার্টির কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিবেন।

ঘ. পার্টি কমিটি যদি মনে করে যে উক্ত জনপ্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করিয়া জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা যাইবে না এবং উক্ত সভা হইতে পদত্যাগ করা হইবে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত, তাহা হইলে উক্ত পার্টি সদস্য সেখান হইতে পদত্যাগ করিবেন।

ঙ. একাধিক পার্টি সদস্য জনপ্রতিনিধি সভায় নির্বাচিত হইলে তাহারা নিজেদের মধ্যে "ইউপিডিএফ জনপ্রতিনিধি সভা বা সঙ্ঘ" গঠন করিবেন।

ধারা ১৩: বিদেশে প্রতিনিধি/ প্রবাসী কমিটি

ক. পার্টির গঠনতন্ত্র, লক্ষ্য, কর্মসূচী ও নীতি আদর্শের সহিত একমত পোষণ করিয়া বিদেশে প্রবাসী কমিটি গঠন করা যাইবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি তাহার অনুমোদন দিতে পারিবে।

খ. ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটি বিদেশে যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিকে পার্টির মুখপাত্র বা প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

গ. উক্ত প্রতিনিধিগণ কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুসারে স্ব স্ব বসবাসরত দেশের বাস্তবতার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

ধারা ১৪: গঠন কাঠামো

ক. পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থা হইবে জাতীয় কংগ্রেস, যাহা প্রতি তিন বৎসর পর পর কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আহুত হইবে। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে কংগ্রেস স্থগিত রাখা যাইবে।

খ. কেন্দ্রীয় কমিটি প্রয়োজন মনে করিলে অথবা পার্টির কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্য লিখিতভাবে অনুরোধ জানাইলে বিশেষ কংগ্রেস আহ্বান করা যাইবে।

গ. কেন্দ্রীয় কমিটি কংগ্রেসের স্থান, সময় ও প্রতিনিধির সংখ্যা নির্ধারণ করিবে।

ঘ. বিভিন্ন শাখা কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করিবেন। তবে কেন্দ্রীয় কমিটি প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকগণের তালিকা চূড়ান্ত করিবে।

ঙ. কংগ্রেসের কাজ হইবে নিম্নরূপ:

(১) পার্টির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ, ও আলোচনার পর অনুমোদন করা।

(২) পার্টির গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র, কর্মসূচী ও দাবিনামা প্রণয়ন ও সংশোধন করা।

(৩) চলমান পরিস্থিতির আলোকে রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করা।

(৪) নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা।

ধারা ১৫: কেন্দ্রীয় কমিটি

ক. কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি পরবর্তী কংগ্রেস পর্যন্ত সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভা বৎসরে কমপক্ষে দুইবার

আহ্বান করা হইবে।

খ. কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা (বিকল্প সদস্যসহ) কংগ্রেস কর্তৃক নির্দিষ্ট হইবে।

গ. কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির গঠনতন্ত্র বলবৎপূর্বক কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবে।

ঘ. কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির স্বার্থে গঠনতন্ত্র মোতাবেক যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে কেন্দ্রীয় কমিটি তাহার সকল কাজের জন্য পার্টি কংগ্রেসের নিকট দায়ী থাকিবে।

ঙ. কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে পার্টির চেয়ারম্যান ও অন্য একজনকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করিবেন।

চ. পার্টির চেয়ারম্যান সাধারণ সম্পাদকের সহিত পরামর্শক্রমে বাস্তবতা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্রীয় সদস্যদের লইয়া একটি কার্য্যনির্বাহী কমিটি বা সেক্রেটারিয়েট গঠন করিবেন, যাহার কাজ হইবে পার্টির বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তর পরিচালনা করা।

ছ. গুরুতর পার্টি শৃঙ্খলা লঙ্ঘন, পার্টি বিরোধী কার্যকলাপ ও অনৈতিক আচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হইলে কেন্দ্রীয় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য যে কোন কেন্দ্রীয় সদস্যকে তাহার সদস্যপদ হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

জ. ১৫(ছ) ধারায় বহিষ্কারের মাধ্যমে কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে কেন্দ্রীয় কমিটি বিকল্প সদস্যদের মধ্য হইতে যে কাউকে পূর্ণ সদস্যের মর্যাদা দিয়া উক্ত শূন্য পদ পূরণ করিবে।

ঝ. কেন্দ্রীয় কমিটির কোন সদস্য গ্রেফতার হইলে, কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ বিকল্প সদস্যদের মধ্য হইতে কাউকে তাহার পদে নিয়োগ করিবেন। তবে উক্ত গ্রেফতারকৃত সদস্য কারামুক্ত হইলে তিনি স্বীয় পদে পুনরায় আসীন হইবেন।

ধারা ১৬: কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন পদ্ধতি

ক. বিদায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের একটি প্যানেল কংগ্রেসে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সম্মুখে উপস্থাপন করিবে।

খ. যে কোন প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত যে কোন প্যানেল সদস্যের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন কিংবা নতুন কারো নাম প্রস্তাব করিতে পারিবেন। তবে নতুন নাম প্রস্তাব করিবার পূর্বে অবশ্যই উক্ত ব্যক্তির সম্মতি লইতে হইবে।

গ. প্যানেলে প্রস্তাবিত কোন সদস্যের নিজের নাম প্রত্যাহার করিবার অধিকার থাকিবে।

ঘ. হাউজে অন্য কারো নাম প্রস্তাব করা না হইলে প্রতিনিধিগণ হাত তুলিয়া বিদায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত নূতন কেন্দ্রীয় কমিটির প্যানেল অনুমোদন করিবেন।

ঙ. যদি হাউজে নূতন নাম প্রস্তাবিত হয়, তাহা হইলে বিদায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত প্যানেল-এর সহিত উক্ত নূতন নাম যুক্ত হইবে। প্রতিনিধিগণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক পেশকৃত প্যানেল ও পরে যুক্ত নাম হইতে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত করিবেন।

ধারা ১৭: স্থানীয় কমিটিসমূহ

ক. পার্টির জেলা, উপজেলা/থানা ও ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে এবং পৌরসভায় ইউনিট গঠিত হইবে। জেলা ইউনিট কমিটি হইবে কমপক্ষে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট, থানা কমিটি ১১ সদস্য বিশিষ্ট, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটি ৭ সদস্য বিশিষ্ট এবং পৌরসভা কমিটি ৯ সদস্য বিশিষ্ট।

খ. স্থানীয় পার্টি সদস্যগণ কর্তৃক এই ইউনিটের সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন। ইউনিট কমিটির মেয়াদ হইবে ৩ বৎসর।

গ. উচ্চতর কমিটি নিম্নতর কমিটির যে কোন সদস্যকে পার্টির কাজের স্বার্থে অন্য ইউনিটে অথবা পার্টির কোন ইউনিট নাই এমন নূতন কোন অঞ্চলে বদলী করিয়া নূতন দায়িত্বভার অর্পন করিতে পারিবে। এমনকি কোন একটি ইউনিটে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্মরত থাকিবার পরও কোন পার্টি সদস্যকে উচ্চতর কমিটির প্রতিনিধিরূপে উক্ত ইউনিটে নিয়োগ প্রদান করা যাইবে। এ ক্ষেত্রে উক্ত উচ্চতর কমিটির প্রতিনিধির ভূমিকা হইবে উক্ত ইউনিটে সরাসরি পার্টির কেন্দ্রীয় কর্মসূচী ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন তদারকি করা এবং নিম্নতর কমিটির বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন করা।

ঘ. ১৭ (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বদলীর কারণে কোন ইউনিট কমিটির কোন পদ শূন্য হইলে কমিটির দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির ভিত্তিতে উচ্চতর কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে ঐ শূন্য পদ পূরণ করা যাইবে।

ধারা ১৮: পার্টি তহবিল

নিম্নলিখিত উৎস হইতে পার্টি তহবিল সংগৃহীত হইবে:

ক. সদস্য চাঁদা
খ. গণ প্রতিনিধি নির্বাচিত হইলে প্রাপ্ত সমুদয় ভাতা
গ. পার্টির বিভিন্ন প্রকাশনা বই পুস্তক পত্রিকা বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত অর্থ
ঘ. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ
ঙ. শুভাকাঙ্খীদের প্রদত্ত এককালীন অনুদান
চ. গণ চাঁদা

ধারা ১৯: পার্টির গণ / সহযোগী সংগঠনসমূহ

(ক) ছাত্র, যুবক, নারী, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষক, আইনজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার জনগণের মধ্যে গণসংগঠন গড়িয়া তোলা হইবে। এই সকল সংগঠনসমূহ পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত হইবে এবং এখানে কর্মরত পার্টি সদস্যদের কাজ হইবে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার জনগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা, গণভিত্তি সুদৃঢ় করা এবং জনগণের সংগ্রামী স্পৃহা জোরদার করা।

(খ) হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামসহ পার্টির অন্যান্য গণসংগঠনে কর্মরত রাজনৈতিক চেতনায় ও কর্মে অগ্রসর সদস্যদেরকে পার্টিতে পূর্ণ সদস্যপদ প্রদান করা হইবে।

ধারা ২০: বাই ল বা উপ-বিধি প্রণয়ন

কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি শৃঙ্খলা জোরদার ও কার্যক্রম বৃদ্ধি করিবার লক্ষ্যে গঠনতন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ধারা ২১: গঠনতন্ত্রের সংশোধন

পার্টি কংগ্রেসে কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধির সম্মতিতে গঠনতন্ত্রের সংশোধন করা যাইবে।

[২৬ - ২৮ নভেম্বর ২০০৬ ঢাকায় অনুষ্ঠিত পার্টির ১ম জাতীয় কংগ্রেসে উত্থাপিত ও প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ অনুমোদিত]

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট
(ইউপিডিএফ)
এর

কর্মসূচী

ভূমিকা:

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বাংলাদেশের উগ্রজাতীয়তাবাদী শাসক গোষ্ঠির আভ্যন্তরীণ উপনিবেশিক শাসন, শোষণ ও নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য লড়াই সংগ্রাম করে আসছেন। বৃটিশ আগ্রাসনের পূর্বে এ অঞ্চলে বসবাসরত জাতিসমূহ ছিলেন বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ-মুক্ত ও স্বাধীন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সারা ভারতবর্ষ দখলের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে (সে সময় কার্পাস মহল নামে পরিচিত) তাদের সাম্রাজ্যবাদী থাবা বিস্তারের লক্ষ্যে আগ্রাসন শুরু করলে এ অঞ্চলের জনগণ তার বিরুদ্ধে দীর্ঘ চৌদ্দ বছর ব্যাপী সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালনা করেন। পরে ১৭৮৭ সালে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে দুই পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজাদের স্বাধীন সত্তা স্বীকার করে নেয়া হলে এই যুদ্ধ বন্ধ করা হয়। কিন্তু ধুরন্ধর বৃটিশ বেনিয়ারা এই চুক্তি লঙ্ঘন করে ও ধীরে ধীরে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অধিকার করে নেয়। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাধীন সত্তার বিলুপ্তি ঘটে ও বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ কায়েম হয়। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তার স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা থেকে নামিয়ে এনে একটি জেলায় পরিণত করা হয়।

১৯৪৭ সালে ভারতে প্রত্যক্ষ বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয় এবং সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। পাহাড়ি জাতিসত্তাগুলোর কোন মতামত না নিয়ে বৃটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেয়। এরপর ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভুত হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম তার অংশে পরিণত হয়। এভাবে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরুং, বম, চাক, খিয়াং, পাংকো, লুসাই, তনচঙ্গ্যা অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি এক শাসক থেকে

অন্য শাসকের কাছে হাত বদল হলেও, জনগণের হারানো অধিকার এখনো অর্জিত হয়নি।

বৃটিশ যুগে স্থায়ী কৃষি চাষ পদ্ধতি ও আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে পাহাড়ি জনগণের এবং বিশেষত চাকমাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। পাকিস্তান আমলে ১৯৬০ দশকে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পর জীবিকার তাগিদে শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে এই শ্রেণীর বিকাশ ত্বরান্বিত হয় এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। ১৯৭০ ও ৮০ দশকে এই শ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। কিন্তু শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা, আদর্শিক ও তত্ত্বগত দৈন্যতা এবং সর্বোপরি দেশে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে দীর্ঘকাল ধরে স্থবিরতা বিরাজ করার কারণে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পরিচালিত এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ১৯৯৭ সালে এক আপোষ চুক্তির মাধ্যমে নিঃশেষিত হয়ে যায়।

সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জিত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ জাতীয় মুক্তির আন্দোলন নতুনভাবে সংগঠিত করার জন্য একটি উন্নত মতাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত ও সুশৃঙ্খল কর্মিবাহিনী সমন্বয়ে গঠিত একটি পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকে। ঠিক এই পটভূমিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন ১৯৯৮ সালের ২৫ - ২৬ ডিসেম্বর ঢাকায় এক পার্টি প্রস্তুতি সম্মেলনে মিলিত হয় এবং নতুন যুগের পার্টি ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা সংক্ষেপে ইউপিডিএফ গঠন করে। এই পার্টির আন্দোলন নিম্নোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হবে:

আশু কর্মসূচী:

১. সাধারণ

ক. পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতিগত সমানাধিকার ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে শোষণ-নিপীড়ন মুক্ত একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

খ. একদিকে উগ্রবাঙালি জাতীয়তাবাদী আধিপত্য ও উগ্রসাম্প্রদায়িক নীতি এবং অন্যদিকে পাহাড়ি জাতিসত্তাসমূহের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করা।

২. সেনাবাহিনী

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসনের অবসান ঘটানো এবং সেনা নিপীড়ন থেকে জনগণকে মুক্ত করা।

৩. সেটলার

জাতিগত নিপীড়ন ও উগ্রজাতীয়তাবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে সেটলারদের ব্যবহারের বিরোধিতা করা। সমতলে পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত তাদের ন্যুনতম মৌলিক মানবিক অধিকার নিশ্চিত করা।

৪. ভূমি

ক. প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি ব্যবস্থাপনার পূর্ণ অধিকার আদায় করা। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যতীত সম্প্রদায়গত মালিকানাধীন (Communally-owned) সকল জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা। চা, কমলা ও রাবার বাগান সৃষ্টির নামে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তার কাছে লিজ দেয়া জমির ব্যবস্থাপনা স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার নিকট অর্পন করা।

খ. ভূমি বেদখল ও পাহাড়ি জাতিসত্তার জনগণকে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করা।

৫. ভাষা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্ম

ক. সকল জাতিসত্তার ভাষাগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ও ভাষার বিকাশ ঘটানোর জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রাইমারী পর্যন্ত প্রত্যেক জাতিসত্তার নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা ও শিক্ষাদান করা।

খ. সকল আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির আগ্রাসন প্রতিরোধ করা। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশের স্বার্থে পশ্চাদপদ সামন্তবাদী সংস্কৃতি ও চিন্তা চেতনা নির্মূল করা। জাতিসত্তাসমূহের যা কিছু মানবিক ও প্রগতিশীল তাকে রক্ষা করা এবং তার বিকাশ ঘটানো।

গ. ধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার নিশ্চিত করা।

ঘ. প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তার এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. নারী অধিকার

ক. জাতিসত্তার নারীদের ওপর সেনা নির্যাতন বন্ধসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল ধরনের নারী নির্যাতন বন্ধ করা।

খ. জাতিসত্তাগুলোর নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রেখে জমি ও সম্পত্তিসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

৭. ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও কর্ম অক্ষম ব্যক্তি

ক. পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ছাড়া অন্যান্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর সার্বিক বিকাশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ. কর্ম-অক্ষম ব্যক্তিদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও তাদের পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮. পুরোনবস্তি বাঙালি

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত পুরোনবস্তি বাঙালিদেরকে স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা প্রদান ও তাদের সকল প্রকার নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা।

৯. শিল্প ও ব্যবসা

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ লক্ষ্যে স্থানীয় পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা।

১০. কৃষি ও জুমচাষ

ক. কৃষি উৎপাদনের জন্য ঋণের চাহিদা পূরণ ও কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা। দরিদ্র কৃষকদের স্বার্থে মহাজনী সুদী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা।

খ. কঠোরভাবে জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ ও পাহাড়ে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

জুম চাষীদেরকে বিকল্প জীবিকার উপায়সহ পুনর্বাসন করা।

গ. বিভিন্ন ফলজ বাগান সৃষ্টির জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।

১১. পরিবেশ

ক. ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বন ধ্বংস রোধ করা এবং স্থানীয় পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর বিদেশী প্রজাতির উদ্ভিদ, মাছ ও

অন্যান্য জলজ প্রাণী আমদানি ও চাষ নিষিদ্ধ করা।

খ. প্রাণ বৈচিত্র্য সংরক্ষণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং লুপ্ত প্রায় প্রজাতির প্রাণী শিকার, বিক্রি ও পাচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও বন্ধ করা।

১২. খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ

পার্বত্য চট্টগ্রামের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন রোধ করা এবং এ সব সম্পদের ওপর স্থানীয় জনগণের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

১৩. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

ক. বিনামূল্যে চিকিৎসা লাভের অধিকার নিশ্চিত করা। ম্যালেরিয়া নির্মূলের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করে চিকিৎসা সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা। পার্বত্য চট্টগ্রামে মেডিকেল কলেজ, হোমিও মেডিকেল কলেজ ও নার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

খ. বনজ ঔষধ ভিত্তিক ঐতিহ্যগত চিকিৎসা ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি প্রদান ও তার আধুনিকীকরণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৪. ক্রীড়া ও বিনোদন

ক. জনগণের সুষ্ঠু বিনোদনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং অশ্লিল চলচিত্র প্রদর্শনী ও বই পুস্তক, সিডি, ডিভিডি ও ম্যাগাজিন বিক্রি ও বিতরণ নিষিদ্ধ করা।

খ. পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিত্তিক একটি আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা গঠন করা।

১৫. পর্যটন

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন এমনভাবে সংঘটিত করা যাতে জাতিসত্তাসমূহের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন না হয়।

১৬. প্রতিরক্ষা

গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গড়ে তোলা জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা

ক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও তাতে জনগণকে সম্পৃক্ত করা।

১৭. এনজিও

ক. এনজিও কার্যক্রম কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং যেসব এনজিও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার নামে প্রতারণা ও গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত তাদের তৎপরতা বন্ধ করা।

খ. ক্ষুদ্র ঋণের নামে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠির ওপর শোষণ বন্ধ করা।

১৮. জাতীয় উন্নয়ন

দেশের উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রামকে মডেল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং জাতীয় উন্নয়নে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করা।

১৯. সমতলের সংখ্যালঘু জাতিসত্তা

দেশের সমতল এলাকার সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর ন্যায্য অধিকারের প্রতি সমর্থন এবং সকল জাতিসত্তার অধিকার আদায় ও রক্ষার জন্য তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

২০. দেশ বিদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম

দেশে ও বিদেশে জনগণের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে সমর্থন করা।

.....

উপরোল্লেখিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য দরকার রাজনৈতিক ক্ষমতা। পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে স্বায়ত্তশাসিত আঞ্চলিক সংস্থা জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ভিত্তিতে গঠিত হবে তার মাধ্যমেই এই সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। জনগণের পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন সারা দেশের প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির বিজয়ের ওপর নির্ভরশীল। তাই পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনকে সারা দেশের সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের সাথে যুক্ত করার উদ্যোগ নেবে।

[২৬ - ২৮ নভেম্বর ২০০৬ ঢাকায় অনুষ্ঠিত পার্টির ১ম জাতীয় কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত]

১ম জাতীয় কংগ্রেস
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট
(ইউপিডিএফ)

২৬ - ২৮ নভেম্বর ২০০৬

ঢাকা

দাবিনামা

মৌলিক দাবিসমূহ

১. পররাষ্ট্র, মূদ্রা, প্রতিরক্ষা ও ভারী শিল্প ব্যতীত রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সকল বিষয় পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একটি আঞ্চলিক সংস্থার নিকট হস্তান্তরিত করার মাধ্যমে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন কায়েম করা।

২. পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরুং, খুমি, চাক, খিয়াং, লুসাই, পাংকো, বম, তনচংগ্যা, সাঁওতাল, গুর্খা, অহোমী ও রাখাইন জাতিসত্তাগুলোকে সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদান করা এবং বাংলাদেশে বসবাসরত সকল জাতি ও জাতিসত্তা সমানাধিকার ও সমমর্যাদা ভোগ করবে এই নিশ্চয়তা সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা।

৩. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর জন্য সংরক্ষিত আসনের (মহিলা আসনসহ) বিধান করা ও উক্ত আসনসমূহে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

৪. অপারেশন উত্তরণের নামে বলবৎ সেনাশাসন বন্ধ করে সেনাবাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাহার করা।

৫. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুনর্বাসিত সেটলারদেরকে জাতিগত নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করা এবং তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে

নিয়ে তাদের স্ব স্ব জেলায় অথবা অন্য কোন সমতল জেলায় জীবিকার নিশ্চয়তাসহ সম্মানজনক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। নতুন সেটলার অনুপ্রবেশ ও পুনর্বাসন বন্ধ করা।

৬. প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি ব্যবস্থাপনার পূর্ণ অধিকার প্রদান করা।

সম্পূরক দাবিসমূহ

১. রাজনৈতিক

ক. সেনাবাহিনী কর্তৃক সভা সমাবেশসহ গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ বন্ধ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

খ. গ্রামে গ্রামে সেনা টহল, হামলা, অপারেশন, ঘেরাও এবং গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচার, আটক ও হয়রানি বন্ধ করা।

গ. বান্দরবানে গোলন্দাজ ও বিমান বাহিনীর ট্রেনিং সেন্টার ও ফায়ারিং রেঞ্জ স্থাপন প্রক্রিয়া বাতিলসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ বন্ধ করা।

ঘ. কলমপতি, ফেনী, মাটিরাঙ্গা-গোমতী, লোগাং, লংগুদু ও নান্যাচর গণহত্যাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে এযাবত সংঘটিত সকল গণহত্যার শ্বেতপত্র প্রকাশ এবং দোষী ব্যক্তিদের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করা।

ঙ. ইউপিডিএফ কর্মি ও সমর্থকদের খুন, গ্রেফতার, নির্যাতন ও হয়রানি বন্ধ করা ও দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা তুলে নেয়া; অবিলম্বে আটককৃতদের মুক্তি দেয়া।

২. অর্থনৈতিক

ক. পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাদপদ জাতিসত্তাগুলোর উন্নয়ন ও সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

খ. উন্নয়ন বোর্ডকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করে পুনর্গঠন করা এবং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণকে সম্পৃক্ত করা।

গ. গ্রামীন ব্যাংক, আশা-সহ এনজিওগুলোর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর নামে দরিদ্র

জনগণকে শোষণ ও নৈতিক অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করা।

৩. ভূমি

ক. চা, কমলা ও রাবার বাগান সৃষ্টির নামে অস্থানীয় ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের কাছে দেয়া জমির লিজ ও বন্দোবস্তী বাতিল করা।

খ. সরকার ও সেনাবাহিনী কর্তৃক ভূমি বেদখল ও অধিগ্রহণ বন্ধ করা; তথাকথিত বনায়ন, ইকো পার্ক ও অভয়ারণ্য সৃষ্টি এবং সেনা ক্যাম্প ও ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের অজুহাতে জাতিসত্তার জনগণকে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করা।

৪. কৃষি

ক. কৃষি উপকরণের দাম কমানো; কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ, যন্ত্রপাতি, সার, বীজ ইত্যাদি সহজ শর্তে ও কম দামে সরবরাহ করা; চাষের মৌসুমে সেচের বন্দোবস্ত করা;

খ. কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বিপননে সহায়তা দান ও ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

গ. বন্যা, খরাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের কৃষি ঋণ মওকুফ করা, সুদমুক্ত ঋন প্রদান করা এবং ক্ষুদে ও প্রান্তিক চাষীদের উৎপাদনে সহায়তা দান করা।

ঘ. বান্দরবানের প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং সাজেক হরিণাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় আষাঢ় - আশ্বিন মাসে "রাদ"-এর সময় (মঙ্গা পরিস্থিতি) বিশেষ খাদ্য রেশনিং-এর ব্যবস্থা করা।

ঙ. পার্বত্য চট্টগ্রামের চাষীদের বহু কষ্টে উৎপাদিত ফলমূল যেমন আনারস, কাঁঠাল ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য হিমাগার প্রতিষ্ঠা করা।

চ. কাপ্তাই বাঁধের জলসীমা বীজ রোপন ও ফসল তোলার মৌসুমের জন্য সহায়ক হয় এমনভাবে নির্ধারণ করা। পানি কমা ও বাড়ার বিষয়টি সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ও এলাকায় মাইকিং করে জানিয়ে দেয়া।

ছ. কঠোরভাবে জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ করা; পাহাড়ে আধুনিক চাষাবাদের উদ্যোগ নেয়া এবং জুমিয়া চাষীদের পুনর্বাসন করা।

জ. ধান্য আবাদী জমিতে বহুজাতিক কোম্পানির পরিবেশ বৈরী তামাক চাষ বন্ধ করা।

৫. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটানোর জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ লক্ষ্যে স্থানীয় পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা।

৬. শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য

ক. পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থাপিত শিল্প কারখানায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাহাড়িদের নিয়োগ দেয়া ও দক্ষ শ্রমিক হিসেবে গড়ে তুলতে তাদের জন্য পর্যাপ্ত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা।

খ. পার্বত্য চট্টগ্রামে উৎপাদিত কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে শিল্প কারখানা স্থাপন করা ও সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়োগ দেয়া।

গ. ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ ও স্বল্প পুঁজির মালিক পাহাড়িদের অগ্রাধিকার ও বিশেষ সুবিধা দেয়া।

৭. ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি

ক. পার্বত্য চট্টগ্রামে আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বন্ধ করা ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপন ও ঐ এলাকার জন্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান প্রচার করা।

খ. পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আলাদা শিক্ষা বোর্ড গঠন করা; বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের কোটা নির্ধারণ এবং গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তি চালু করা।

গ. প্রাইমারী লেভেল পর্যন্ত জাতিসত্তাসমূহের স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা। পাঠ্যপুস্তক থেকে জাতিসত্তাগুলোর জন্য অবমাননাকর অংশ বাদ দেয়া এবং তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্য ও গৌরব গাঁথা সম্বলিত ইতিহাস পাঠ্যসুচিতে অন্তর্ভুক্ত করা। জাতিসত্তাগুলোর ভাষায় প্রাইমারী লেভেল পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা।

ঘ. সরকারী দলিলে এবং রেডিও টেলিভিশনসহ সংবাদ মাধ্যমে অবমাননাকর উপজাতি শব্দের ব্যবহার বন্ধ করা ও তার পরিবর্তে সংখ্যালঘু জাতিসত্তা বা ইংরেজীতে এথনিক মাইনরিটি / ন্যাশনালিটি শব্দ ব্যবহার করা।

ঙ. বিভিন্ন স্থানের স্থানীয় নামের বিকৃতি না করা ও বিকৃত নাম ঠিক করা।

চ. উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের নাম পাল্টিয়ে জাতীয় সংখ্যালঘু সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট (National Minorities Cultural Institute) রাখা।

ছ. পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐতিহ্যবাহী উৎসব বৈসাবি পালনের সুবিধার্থে সরকারী ছুটি কমপক্ষে তিন দিন করা। খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য ২৫ - ২৬ ডিসেম্বর দুই দিন ছুটি চালু করা।

জ. চট্টগ্রাম ও ঢাকায় অবস্থিত পাহাড়ি ছাত্রাবাসগুলো বহুতল বিশিষ্ট করা এবং এগুলোর যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিন জেলার বয়োজ্যেষ্ঠদের নিয়ে কমিটি গঠন করা।

ঝ. অশ্লিল ভিডিও প্রদর্শনী, অরুচিকর বইপত্র ও ম্যাগাজিন বিক্রি ও বিতরণ নিষিদ্ধ ও কঠোরভাবে বন্ধ করা; যাত্রা তামাশার নামে জুয়া, হাউজি, লটারী ও অন্যান্য নৈতিকতা বিরোধী কর্মকান্ড কঠোরভাবে দমন করা।

ঞ. মদ, জুয়া ও নেশার কবল থেকে তরুণ যুব সমাজকে রক্ষার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা; মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৮. নারী অধিকার

ক. পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা সদস্য ও সেটলার কর্তৃক নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন বন্ধ করতে হবে ও ধর্ষণকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া।

খ. কল্পনা চাকমার অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস ও তার সহযোগিদের গ্রেফতার ও বিচার করা।

গ. দিঘীনালার মেরুং-এ স্কুল ছাত্রী রুনা চাকমার ধর্ষণকারী ও খনীদের গ্রেফতার ও শাস্তিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে এ যাবত সংঘটিত সকল ধর্ষণ ঘটনায় জড়িত সেনা সদস্য ও সেটলারদের শাস্তি দেয়া।

৯. প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু

ক. ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন সম্পন্ন করা।

খ. আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া ও তালিকা থেকে অস্থানীয়দের বাদ দেয়া।

১০. ধর্মীয়

ধর্ম পালন ও ধর্মীয় অনুদানের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা; বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ ধর্মীয় পুরোহিতদের ওপর হামলা ও হয়রানি বন্ধ করা; সেনা সদস্য কর্তৃক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের

পবিত্রতা নষ্ট বন্ধ করা।

১১. পরিবেশ

ক. পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

খ. বনায়নের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশের অনুপযোগী বিভিন্ন বিদেশী প্রজাতির গাছ যেমন একাশিয়া, ইউক্লিপটাস, এফিল-এফিল, সেগুন ইত্যাদি লাগানো নিষিদ্ধ করা।

গ. বন্য পশু পাখি শিকার ও বিক্রি নিষিদ্ধ ও বন্ধ করা; বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির প্রাণীদের রক্ষা ও সংরক্ষণ করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঘ. জীব বৈচিত্র্য ও পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ বাঘাইহাট-সাজেক সড়ক নির্মাণ বন্ধ করা।

ঙ. পাহাড়ি এলাকা থেকে অপরিকল্পিতভাবে পাথর উত্তোলন ও পাহাড় কাটা বন্ধ করা; বান্দরবানের কেওক্রাডং ও অন্যান্য জায়গায় পর্যটকের নামে বিভিন্ন লোকের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা।

চ. কাপ্তাই লেকে ট্রলার, বোট ও লঞ্চের ফিটনেস সার্টিফিকেট নিশ্চিত করা।

ছ. মেট্রোপলিটন শহরে পরিত্যক্ত পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর যানবাহন যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলাচল করতে না পারে তা নিশ্চিত করা।

জ. পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার নিকটবর্তী সমতল এলাকায় স্থাপিত ইট ভাটায় ব্যবহারের জন্য প্রতি বছর যে লক্ষ লক্ষ টন কাঠ সরবরাহ করা হয় তা বন্ধ করা।

১২. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

ক. বিনামূল্যে চিকিৎসা লাভের অধিকার নিশ্চিত করা। ম্যালেরিয়া নির্মূলের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করে চিকিৎসা সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা। পার্বত্য চট্টগ্রামে মেডিকেল কলেজ, হোমিও মেডিকেল কলেজ ও নার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

খ. বনজ ঔষধ ভিত্তিক ঐতিহ্যগত চিকিৎসা ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি প্রদান ও তার আধুনিকীকরণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৩. নিরাপত্তা

ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা দেশের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে পাহাড়ি যুবকদের নিয়ে 'বিশেষ হিল রেজিমেন্ট' বা 'মাউন্টেইন ব্রিগেড' গঠন করা।

খ. এ অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা।

গ. সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত বিডিআর সদস্যদের ৬০ শতাংশ পাহাড়ি যুবকদের মধ্য থেকে নিয়োগ দেয়া।

ঘ. পার্বত্য চট্টগ্রামে তথাকথিত ভিডিপি-আনসার বাহিনী ভেঙে দেয়া।

ঙ. পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত পুলিশ ও আর্মড পুলিশ বাহিনীতে ৬০ ভাগ পাহাড়িদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা।

১৪. চাকুরী সংক্রান্ত

ক. পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে বদলী না করা।

খ. তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকসহ প্রশাসনের উচ্চপদে জাতিবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক কর্মকর্তাকে নিয়োগ না দেয়া; নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে পাহাড়িদের অগ্রাধিকার দেয়া।

গ. বিসিএস ক্যাডার ও তিন বাহিনীর কমিশন পদে পাহাড়িদের জন্য বিশেষ কোটার ব্যবস্থা করা।

১৫. ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাতিসত্তা

ক. পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ছাড়া ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চাকুরীসহ সার্বিক বিকাশের জন্য বিশেষ রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

খ. তাদের জনসংখ্যা বাড়ানোর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

১৬. বিবিধ

ক. পার্বত্য চট্টগ্রামে বৃটিশ আগ্রাসন বিরোধী বীরদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা।

খ. মূদ্রা, ব্যাংক নোট ও পোষ্টাল কার্ড বাংলা ও ইংরেজীর পাশাপাশি চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায়ও চিহ্নিত করা।

গ. পার্বত্য চট্টগ্রামে অবিলম্বে মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করা।

ঘ. পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত পর্যটন হোটেল ও মোটেল সমূহে চাকুরীর ক্ষেত্রে ৯০ ভাগ পাহাড়িদের মধ্য থেকে নেয়া এবং এসব হোটেলসমূহে সমাজের নেতৃস্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিদর্শনের বিধান রাখা।

[২৬ - ২৮ নভেম্বর ২০০৬ ঢাকায় অনুষ্ঠিত পার্টির ১ম জাতীয় কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত]

ইউপিডিএফ-এর পাঁচটি সাংগঠনিক নীতি

১. সারা দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও শোষণমুক্ত সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করা। পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে সারা দেশের জনগণের বৃহত্তর সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ের সাথে যুক্ত করা।

২. দেশের প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল শক্তির সাথে ঐক্য ও সংহতি জোরদার করা, তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনা ও পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করা।

৩. শাসক গোষ্ঠির উগ্রজাতীয়তাবাদী আধিপত্যবাদী ও এথনিক ক্লিনজিং নীতির বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে নিপীড়িত জাতি ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা; পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে জনমত গঠন করা।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নিয়ে আসা সেটলারদেরকে অন্য জাতিসত্তার জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা; অপরদিকে তাদেরকে সমতলে জীবিকা অবলম্বনের উপায়সহ সম্মানজনক পুনর্বাসন না করা পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকাকালীন তাদের প্রাপ্য ন্যুনতম মানবিক অধিকারকে সমর্থন করা।

৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে অন্যান্য জেলায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে সমর্থন করা ও পারস্পরিক সহযোগিতার নীতির ভিত্তিতে তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

[২৬ - ২৮ নভেম্বর ২০০৬ ঢাকায় অনুষ্ঠিত পার্টির ১ম জাতীয় কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত]

এ যুগের অগ্রসর পার্টি

ইউপিডিএফ-এর পতাকাতলে সমবেত হোন জনতার লড়াই এগিয়ে নিন

দাম: দশ টাকা

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। যোগাযোগ: ইউপিডিএফ কার্যালয়, স্বনির্ভর বাজার, খাগড়াছড়ি, উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম। ইমেইল: updfcht@yahoo.com
ওয়েব সাইট: www. updfcht.org